R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

৬২শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
৭ই এপ্রিল, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

জনবিস্ফোরণ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন লালবাগে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারী

বিশেষ প্রতিনিধি, ফয়েজবাগ (লালবাগ), ৩১ মারচ—রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আজ এখানে এক জনসভায় জনসাধারণকে জনবিস্ফোরণ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, 'জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে এখন থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতে যখন এর কুফল দেখা দেবে তখন আগামী প্রজন্ম বলবে পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ রায় নামে এক মুখ্যমন্ত্রী ছিল। সে ছিল বোকা, এত বড় একটা ক্ষতি সম্পর্কে সাবধান করে যায়নি।' আজ তিনি এখানে ৬ বিঘা জমির ওপর ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত ১৩১ শয্যাবিশিষ্ট লালবাগ মহকুমা হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা, কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার, ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশ সিংহ এবং হেলথ্ সারভিসের ডিরেকটর ডাঃ কে সি বসু মল্লিক। মুখ্যমন্ত্রী এদিন লালবাগ মহকুমা হাসপাতাল ছাড়াও লালগোলা ব্লকের কৃষ্ণপুর দিঘরপাড়ায় ৪ শয্যাবিশিষ্ট একটি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং একটি গুচ্ছ সেচ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। কৃষ্ণপুর-দিঘরপাড়া উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আজই প্রথম তিনজন রোগী ভর্তি হন। এঁদের নাম আফরুজা খাতুন, মুস্তাক কবীর ও

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আগামী বছর নির্বাচন 'হয়তো হবে'

বিশেষ প্রতিনিধি, ফয়েজবাগ (লালবাগ), ৩১ মারচ—'আগামী বছর নির্বাচন হয়তো হবে। আমি কখনও বলিনি যে নির্বাচন হবেই। একটি সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে যা বেরিয়েছে তা ঠিক নয়।' লালবাগ মহকুমা হাসপাতালের উদ্বোধন করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আজ এখানে এ কথা বলেন। বাজেট সম্পর্কে তিনি বলেন, 'যাদের আছে—যাদের যথেষ্ট আছে, তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাদের নাই তাদের উন্নয়নে দিতে হবে—এই নীতিতে এবারের বাজেট তৈরী হয়েছে।'

এদিকে জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিনিধি লিখেছেন, ফরাক্কা, অরঙ্গাবাদ, সুতী, সাগরদীঘি ও জঙ্গিপুর নির্বাচন ক্ষেত্রের খসড়া নির্বাচন তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পরিদর্শনের জন্য তা সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসসমূহে এবং জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসে পয়লা এপ্রিল থেকে পয়লা মে পর্যন্ত টাঙানো থাকবে। তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে কারও কোন দাবি বা আপত্তি বা কোন লিংগনের সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকলে নির্দিষ্ট ফরমে বিডিও অথবা মহকুমা শাসক বরাবরে পয়লা মে অথবা তার আগে আবেদন জানাতে হবে।

গ্রামে গ্রামে সড়ক, জঙ্গিপুরে সেতু ও সাগরদীঘিতে সেচের দাবি

বিশেষ প্রতিনিধি, বহরমপুর, ৩১ মারচ—আজ রাত্রে ট্যুরিষ্ট লজে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে দেখা করে জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপিতা ডাঃ গৌরীপতি চাটারজি জঙ্গিপুর পুরসভায় জল সরবরাহ এবং ভাগীরথী নদীতে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের মধ্যে সংযোগকারী সেতু নির্মাণের দাবি জানান। পুরসভার পক্ষ থেকে তিনি দাবি দুটি নিয়ে একটি স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীকে দেন। জঙ্গিপুর মহকুমার পক্ষে যুবনেতা রবীন্দ্র পণ্ডিত মুখ্যমন্ত্রী সমীপে ৭ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করেন। তাঁর সঙ্গে জেলা ছাত্র পরিষদ সহ-সভাপতি দীলিপ সিংহও উপস্থিত ছিলেন। স্মারকলিপিতে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প চালু হবার ফলে উদ্ভূত গঙ্গা ভাঙন, মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় প্লাবন ও বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার মোকাবিলা, ফরাক্কায় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা, মহকুমার বিড়ি শিল্পে ন্যূনতম মজুরি প্রবর্তন, জঙ্গিপুর মহকুমা

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অসদুপায় অবলম্বনে ৬০ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার, একটি কেন্দ্রে ভুল প্রশ্নপত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ এপ্রিল—উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য এবার জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ৬০ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে একমাত্র জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রেই বহিষ্কার করা হয়েছে প্রায় ২৫ জনকে এবং বাড়ালা স্কুল কেন্দ্রে প্রায় ১৮ জনকে। মহকুমার সাগরদীঘি, বাড়ালা, জঙ্গিপুর, কাঞ্চনতলা, অরঙ্গাবাদ ও ফরাক্কা কেন্দ্রে এবার প্রায় ২ হাজার পরীক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন। এই পরীক্ষা শুরু হয়েছে ২৪ মারচ, শেষ হবে ৮ এপ্রিল। অন্যান্য বছরের মত এবারও পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। গণ টোকাটুকি একেবারে বন্ধ হয়েছে। পরীক্ষা হলের ভেতরে অসদুপায় অবলম্বনের চেষ্টা চললেও বাইরের গণ্ডগোল এবার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। খবরটি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক সূত্রের।

নবগ্রাম থেকে প্রাপ্ত এক খবরে জানা গিয়েছে, নবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে গত ১লা এপ্রিল প্রথম অর্ধে রসায়নের প্রথম পত্রের স্থলে ভারপ্রাপ্ত অফিসার ভুলবশতঃ দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র বিতরণ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বিষয়টি ছাত্রদের দিক হতে প্রকাশ পেলে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় এবং বাইরের কিছু লোক পরীক্ষা হলে ঢুকে গিয়ে প্রশ্নপত্রগুলি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে চৈত্র বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

প্রাক্ পরীক্ষা ও পরীক্ষোত্তর

এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি, পরীক্ষার উত্তরপত্র ফল প্রকাশের পূর্বেই ঠোঙা হইয়াছে অথবা কোথাও হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু পরীক্ষার এ্যাডমিট কারড সরবতি লেবুর ঠোঙা হইয়াছে এই ঘটনা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর ইতিহাসে বোধ করি, এই প্রথম। একটি বিখ্যাত দৈনিকের সংবাদ (২-৪-৭৬) হইতে জানা যায় যে, রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরের অধীন নীলরতন কলোনীর বৈদ্যনাথ দত্ত নামক জনৈক পরীক্ষার্থীর মাধ্যমিক পরীক্ষার এ্যাডমিট কারড লেবুর ঠোঙা হইয়াছে। উল্লেখিত এ্যাডমিট কারডে পর্ষদের অংশ যুক্ত ছিল। ছাত্রটির রোল জঙ্গি, নং ২২৮৭। সে স্থানীয় শ্রীকান্তবাটী পি, এস, এস শিক্ষা-নিকেতনের (ইনডেক্স্ নং ০৫৩-৩-১৪৩) ছাত্র।

বিদ্যালয়সমূহে মাধ্যমিক পরীক্ষার এ্যাডমিট কারড এখনও পৌছায় নাই; অথচ এই কারডখানি (না, আরও আছে?) পর্ষদ হইতে কিরূপে বেহাত হইয়া পর্ষদের অপকর্ম্ম ঘোষণা করিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। এদিকে সংশ্লিষ্ট ছাত্রটির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার ধারণা হইয়াছিল, সে পরীক্ষা দিতে পাইবে না। পড়াশুনার গতি ব্যাহত হইয়াছে। পরীক্ষা দিতে সে পাইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু কিশোর মনে সাময়িকভাবে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি অবশ্যই হইতে পারে যাহা পরীক্ষার প্রস্তুতির পক্ষে অনুকূল নহে।

অপর একটি সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতার লাজপৎ হিন্দী হাই স্কুল কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার অর্থনীতি, পৌর-বিজ্ঞান ও বাণিজ্যিক ভূগোলের ৬১টি লুজ শীট একটি খেলার মাঠে পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষার্থীরা কৌতুক করিতে নিশ্চয়ই এই কাণ্ড করিবে না। কেন না, ইহার সহিত তাহাদের পাস-ফেল জড়িত। উত্তরপত্রের সহিত লুজশীট বাঁধিয়া তবে উত্তরপত্র পরীক্ষা-গৃহের পরিদর্শকের হাতে দেওয়া হয়। আর সেই সব উত্তরপত্র পরে প্যাকেটে বন্ধ করিয়া তবেই পর্ষদ অফিসে পাঠাইতে হয়। উত্তরপত্র হইতে লুজশীট বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারটি বিস্ময়ের উদ্রেক করে এবং ততোধিক বিস্ময়ের কারণ উত্তরপত্র সংগৃহীত হইবার পর তাহা কিভাবে অন্যত্র চলিয়া যাওয়া।

দুইটি সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজন।

অন্নপূর্ণা ও শিব

—ঠাকুরদাস শর্ম্মা

চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণা পূজা প্রচলিত। কাহিনীতে রয়েছে দুর্ভিক্ষে দেশে এক ফোঁটা অন্ন নাই। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির শিব হন্যে হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে দাঁড়ালেন কাশীতে অন্নপূর্ণার দুয়ারে। মায়ের দেওয়া অন্নে হল দেবাদিদেব মহেশ্বরের ক্ষুন্নিবৃত্তি। দূর হল দেশ থেকে আকাল। এ কাহিনী থেকে এ তথ্যই পাওয়া যায় যে, এ দেশে ভীষণ এক দুর্ভিক্ষ হয় এবং খাদ্যাভাবে নিদারুণ কষ্ট দেখা দেয়। জীবরূপী শিবও অন্নাভাবে ক্ষুৎপীড়িত। অন্নপূর্ণাকে সন্তুষ্ট করে তাঁর ভাণ্ডার থেকে মেগে আনেন খাদ্য। অন্নপূর্ণার কাহিনীর এই শিবই বাঙালীর বড় আদরের কৈলাসপতি শিব।

উল্লিখিত সময়ে বাঙলায় চাষবাস ভালো না হওয়ায় আমন ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং দেশে হাহাকার পড়ে যায়। তখন এই মহাপুরুষ এসে দাঁড়ান জনগণের পাশে। বলেন, 'ওগো আমাকে ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও তোমাদের শ্রম। বাঁচাও দেশকে, নিজেকে, সমস্ত মানবসমাজকে।' তাঁর সাধু প্রচেষ্টায় ও নেতৃত্বে জেগে ওঠে বাঙালী জাতি মাত্র কয়েকমাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে। আবার পৃথিবীরূপী অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার হতে আহরণ করে সোনালী শস্যের সম্ভার। দেশে খাদ্যাভাব দূর হয়। চৈত্রের মধ্যেই ফসলের সমারোহে ঝলমল করে ওঠে ক্ষেত। বসুন্ধরা সত্য সত্যই অন্নপূর্ণা রূপ ধারণ করে। তাঁর দেওয়া অন্নে পরিতৃপ্ত হন শিব। সেই সঙ্গে সমস্ত দেশ হতে দূরীভূত হয় দুর্ভিক্ষের কালো মেঘ। শিবের নেতৃত্বে রক্ষা পায় জাতি, নতুন জীবন নিয়ে গড়ে ওঠে নতুন দেশ। শ্রমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয় বাঙালী। এই হলো অন্নপূর্ণার বাস্তব বিশ্লেষণ। এখানে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর প্রতীক, আর শিব একজন মহান্ নেতা। বাঙালী পূজিত বীর্যবান পুরুষ শিবের মৃত্যু নাই। অমরত্বের জন্য তাঁর প্রয়োজন হয়নি অমৃতের। মৃত্যু হয়নি তাঁর বিষ ভক্ষণেও। তিনি অসামাজিক, শ্মশানবাসী—তবুও মহান্, বিরাট ও বিশাল।

আরো নাটক আরো দর্শক আরো মঞ্চ

রুদ্র সংঘের একটি অক্ষম প্রযোজনা

রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জঙ্গিপুর মহকুমা শাখার উদ্যোগে নিমতিতা রুদ্র সংঘের যাযাবর নাট্য-সংস্থা কর্তৃক গত ২৭শে ও ২৮শে মার্চ রবীন্দ্রভবন মঞ্চে রাজদূত রচিত 'ফেরিওয়ালা' ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ষ্ট্রীটবেগার' নামে দু'খানি নাটক মঞ্চস্থ হোল। সরকারী কর্মচারীদের নাটক তাই অনুমান করা গিয়েছিল যে সময়ের ব্যাপারে বোধ করি তাঁরা এই জরুরী অবস্থায় অন্ততঃ নিয়মানুবর্তিতা পালন করবেন। কিন্তু হাহতোস্মি। লালফিতার বাঁধন খুলতে যেখানে বছর ঘুরে যায়—নাটক শুরু করার ব্যাপারেও সেই ট্রাডিশন তাঁরা সমানে বজায় রেখেছিলেন। যদিও সন্ধ্যে সাতটা সময় ছিল—কিন্তু সাড়ে আটটার পূর্বে যবনিকা উঠেনি। অথচ তার পরেও পঙ্গু ভাষায় দীর্ঘ দলীয় বক্তৃতা কিংবা উপদেশ-নির্দেশের ফুলঝুর বর্ষণ। কর্তৃপক্ষের একবারও ভাববার অবকাশ ছিল না যে অডিটরিয়ামে দর্শকরা নাটক দেখার জন্যই অপেক্ষা করছেন, বক্তৃতা শোনার জন্যে নয়।

পর্দা উঠলে ও মঞ্চে কুশীলবদের যাতায়াত শুরু হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হোল এ যেন পর্বতের মূষিক প্রসব। যেমন দুর্বল প্রচারধর্মী নাটক, তেম্নি অক্ষম অভিনয়। বর্তমান প্রতিবেদক অন্ততঃ হলফ করে বলতে পারে, রবীন্দ্রভবন মঞ্চে ইতিপূর্বে কখনও এমন দৃষ্টি পীড়াদায়ক অভিনয় দেখার দুর্ভাগ্য হয়নি। না আছে টিমওয়ার্ক সম্বন্ধে কোনো বোধ, না অনুশীলন। রুদ্র সংঘের সদস্যদের অন্ততঃ বোঝা উচিত ছিল—এই মহকুমা শহরে নাট্যাভিনয়ের একটা ঐতিহ্য আছে। মেকআপ'এর মতন টেকনিক্যাল ব্যাপার অত্যন্ত ত্রুটিযুক্ত। এবং আবহসংগীত বে-থাপ্পা। অবশ্য এরই মাঝে পরিচালক কমল ত্রিবেদীর লালু ফেরিওয়ালার ভূমিকায় অভিনয় নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। রায়বাহাদুরের ভূমিকায় শরদিন্দু ত্রিবেদীর অতি অভিনয় প্রবণতা না থাকলে তিনি অন্ততঃ দর্শকের প্রত্যাশা কিছুটা পূরণ করতে পারতেন। অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলির প্রধান ত্রুটি সংলাপ ভুলে যাওয়া ও অনুশীলনহীনতা।

দ্বিতীয় দিনের প্রযোজনাও একই মানের। শুকলাল চরিত্রে কমল ত্রিবেদী অভিনয় করেছেন যথাযথ। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে একটা নিজস্বতা আছে। কিন্তু পরিচালক হিসাবে তিনি অসফল। এ দিনের সব থেকে দুর্বল দৃশ্য পকেট মারার। এটি একটি হাস্যকর প্রয়াসও। পরিচালনা কতো নিম্নমানের ঐ একটি দৃশ্যই তার প্রমাণ। স্ত্রী চরিত্রে পেশাদার ভাড়াটে অভিনেত্রীদের অভিনয় মোটামুটি। কিন্তু রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডরেশন সব দিক থেকেই যে দর্শকের প্রত্যাশার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন এক বাক্যে তা বলা যেতে পারে। নৈলে রুদ্র সংঘের এমন অক্ষম প্রযোজনার ক্লান্তিকর প্রয়াস রবীন্দ্রভবন মঞ্চে ঘটতো না। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁরা এ সম্পর্কে সচেতন হবেন। —উদয়ন চৌধুরী

ছাদে লোক চাপানোয় মামলা

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ এপ্রিল—বাসের ছাদে যাত্রী পরিবহন নিষেধাদেশ কার্যকর হওয়ার পর রঘুনাথগঞ্জ—মুরারই রুটে আদেশ অমান্যের খবর ইতিপূর্বে জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশ হয়েছিল। সেই সংবাদ প্রকাশের পর জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক কল্যাণ বাগচী কয়েকটি রুটে হানা দিয়ে ছাদে যাত্রী পরিবহণের অভিযোগে ৫টি বাসকে ধরে ফেলেন। এদের মধ্যে ২টি বাসের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয় এবং আর ২টি বাস আর কোনদিন আইন ভাঙবে না লিখে দিলে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

ঘরে ফেরা হল না

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ এপ্রিল – ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বছরের শেষ দিনে অর্থের সন্ধানে বেরিয়ে এক মুড়িওয়ালির আর ঘরে ফেরা হল না। এই মুড়িওয়ালি তুলারী মণ্ডল ৫৫ বছর বয়সের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে মুড়ি বিক্রী করে সংসার চালাতো। অন্যান্য দিনের মত গত কালও সে গিয়েছিল আজমগঞ্জ মুড় কিনতে। ফেরার পথে গনকর ষ্টেশনে কিনে আনা এক বস্তা মুড় নামিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু পারেনি নিজে নামতে। ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছিল। চলন্ত ট্রেণ থেকে নামতে গিয়ে আছড়ে পড়ে প্লাটফরমের ওপর। এবং বছরের ধকল সইতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু শরীর ছেড়ে মিশে যায় অনন্তলোকে। মুড়ির বস্তার কিছু দূরেই পড়ে থাকে নিষ্প্রাণ বুড়ির মরদেহ—ছেঁড়া বস্তার মত।

গ্রামে গ্রামে সড়ক, জঙ্গিপুরে সেতু ও সাগরদীঘিতে সেচের দাবি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালের কলেবর ও শয্যা সংখ্যা কাজ অবিলম্বে শুরু করার আবেদন; রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা থেকে রামনগর, জরুর থেকে লোহাপুর (বাদশাহী সড়ক) ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঋণকৃত কানুপুর—বহুতালি (রাজগ্রাম পর্যন্ত) পাকা সড়ক নির্মাণ, বাসুদেবপুর হতে ধুলিয়ান অব্দি জাতীয় সড়কের ডাইভারসনে জমি ও গৃহহারাদের ক্ষতিপূরণ এবং সেচের অভাবে কৃষিকার্যে পিছিয়ে পড়া সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী এখানে অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

পচা মাছ বাজেয়াপ্ত

রঘুনাথগঞ্জ, ৩ এপ্রিল—জঙ্গিপুর পুরসভা সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ বাজার থেকে ১০ কেজি পচা খয়রা মাছ বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করে দেন। ১জন মাছ বিক্রেতা ওই মাছ বিক্রী করছিল। বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নানা রকম আনাজ বিক্রী এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ড্রেনের ওপর চাল বিক্রীর ঘটনা কারুর চোখ এড়াতে পারে না। নাগরিকরা পুরসভার কাছে এ ধরনের কেনাবেচা বন্ধ করতে অনুরোধ জানাচ্ছেন।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের নূতন প্রধান শিক্ষক

গত ১/৪/৭৬ তারিখ শ্রীরমাপতি মণ্ডল এম, এ, ডিপ-ইন বেসিক এডুকেশন মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কর্মভার গ্রহণ করেছেন। এই উপলক্ষে এদিন ফুলের তোড়ায় ও ফুলের মালায় ছাত্র এবং শিক্ষকদের অভিনন্দন জ্ঞাপনের স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

এই শহরে রমাপতিবাবু অমায়িক ও সৎ ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত। দরদী ও নিষ্ঠাবান শিক্ষকরূপে তিনি ছাত্রমহলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং মধুর ব্যবহারে তিনি সমধর্মিদের অজিত-প্রীতি। এক সময় প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থাকাকালে তিনি প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় গৃহের সংস্কার, পরিবর্দ্ধন ও বৈদ্যুতিকরণের কাজ বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি ও জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছে। রমাপতিবাবুকে শিক্ষানুরাগীরা সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং তাঁর পরিচালনায় বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হোক—এই কামনা করছেন।

বাংলাদেশের জমি বদল

রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার অন্তর্গত মেইন রেলওয়েতে সাহাগোলা ষ্টেশন হতে ২/৩ মাইল দূরে গ্রাম। ধানের জমি ৫০ বিঘা, ২টি পুকুর ও বাগান সহ বাড়ী ১৩ বিঘা মোট (৫০+১৩)=৬৩ বিঘা বদল করতে ইচ্ছুক। নিজে অথবা দালাল যোগাযোগ করুন। দালালকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ লস্কর,
পাবলিসিটি অফিসার
জঙ্গিপুর।

নিলামের হুঁসিয়ার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২০/৪/৭৬ ২/৭৫ মনিজারি ডিঃ প্রমথনাথ সাহা দেং মণীন্দ্রনাথ সরকার দাবি ৪৪৬'১৩ পয়সা থানা সাগরদীঘি মৌজে রমনা-সেখদীঘি ১১৫ শতক মধ্যে ৫৭॥০ শতকের কাত পরতা মত খাজনা ২৸৬ পাই খতিয়ান নং ৩৫৫ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

খেলার খবর

মির্জাপুর, ২ এপ্রিল—বহরমপুর ইয়ং মেন্স এ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত দৌড়ঝাঁপ প্রতিযোগিতায় মির্জাপুর নবভারত স্পোরটিং ক্লাবের মহিলা দল ৩০ পয়েন্ট অর্জন করে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে যুগ্মভাবে এই ক্লাবের ঝর্ণা দাস ও প্রণতি সাহা।

বিজ্ঞাপ্ত

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গুরুতর কারণবশতঃ আমাদের ভূনৈক কর্ম্মচারী শ্রীঅরবিন্দ সিংহ রায়, ওরফে শুকুকে গত মার্চ মাসের ৮ তারিখে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে। এবং সে আমাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত কোন ভাবেই আর যুক্ত নাই। অতএব সে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পক্ষ হইতে টাকা পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন লেনদেন করিয়া থাকিলে বা ভবিষ্যতে করিলে আমরা তজ্জন্য কোনরূপেই দায়ী হইব না। যদি কেহ তাহা করেন তাহা নিজ দায়িত্বেই করিবেন।

ভারতী ইলেকট্রিক্যালস্ ও
ভারতী প্রেসের পক্ষে—শ্রীগঙ্গাধর সিংহ রায়, রঘুনাথগঞ্জ। ৩/৪/৭৬

+ ডেন্টাল হল +
সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ)
ডাঃ দিলীপকুমার প্রামাণিক
(ডেন্টিষ্ট)
এখানে দাঁত তোলা ও বাঁধান হয়।

সকল প্রকার
ঔষধের জন্য
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন নং : আর,জি,জি ১৯

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১'৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

স্কুলে সঞ্চয়িকা প্রকল্প

মির্জাপুর, ২৬ মারচ—জানুয়ারী মাস থেকে স্থানীয় দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ে সঞ্চয়িকা প্রকল্প চালু হয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন কিছু কিছু পয়সা বাঁচিয়ে এই প্রকল্পটিকে চালু রেখেছে এবং এভাবে তারা সঞ্চয়ে উৎসাহিত হচ্ছে। গতকাল পর্যন্ত এ ধরনের ১৩৫টি সঞ্চয়িকায় (সি টি ডি ও আর ডি মিলিয়ে) ২৩৮ টাকা জমা পড়েছে। গতকালই বিকেলে এই স্কুলে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের তরফ থেকে আয়োজিত স্বল্প সঞ্চয়ের এক সভায় এ কথা জানা যায়। সভায় সভাপতি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক কল্যাণ বাগচী সঞ্চয়ী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাস বইগুলি তুলে দেন। এ দিনই স্থানীয় দু'জন গ্রামবাসী ২০০ টাকা ক্যাশ সার্টিফিকেট এবং ২৫ জন আর ডি আমানত খোলেন।

বিড়ির সেরা

অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

মদনগোপাল মেমানী
এণ্ড ব্রাদার্স
জেনারেল মার্চেণ্টস্ এণ্ড
কামশন এজেণ্টস্
ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—১৬

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
খেতে ভাল ★রেখা বিড়ি
★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
ফোন—২৩
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন,
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

জনবিস্ফোরণ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারী (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আতিউল্লা সরকার। এটি তৈরী করতে খরচ হয়েছে ১ লাখ ৮১ হাজার টাকা।

ফরাক্কাবাগে লালবাগ মহকুমা হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা বলেন, রাজ্যের ৩৩৫টি ব্লকের মধ্যে কেবলমাত্র ভগবানগোলা এক নম্বর ব্লকটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রহীন। জমি দখল মামলা নিয়ে বার বার এখানে আমাদের কাজ ব্যাহত হয়েছে। তাই এই একটি মাত্র ব্লকে এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন সম্ভব হয়নি। এই জেলায় ৬৪টি সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৪৫টি উপকেন্দ্র খোলা হয়েছে। ৮ হাজার জনসাধারণের দায়িত্ব নিয়ে খালি পায়ের ডাক্তাররা গ্রামে গ্রামে গিয়ে উপকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেবেন। আগামী আর্থিক বছরে জেলায় আরও ৯০টি উপকেন্দ্র খোলা হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার বলেন, উৎপাদন হয়েছে বলেই বাজারে আনাজের দাম কমে গিয়েছে। উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হলে মাঠে ও কল-কারখানায় উৎপাদন বাড়াতে হবে পক্ষান্তরে বাড়ীতে উৎপাদন কমাতে হবে।

কৃষ্ণপুর-দিনুরপাড়া গ্রামে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিশ দফা কাজের ওপর বক্তব্য রাখেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশ সিংহ বলেন, 'পশ্চিম বাঙলায় পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা চাই না। আপনারা সচেষ্ট হয়ে নিজেরাই সোনার বাঙলা গড়ে তুলতে সাহায্য করুন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী রোগের প্রতিবাদ, প্রতিহত ও প্রতিরোধ করে স্বাস্থ্য আন্দোলনে সকলকে সামিল হতে বলেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার। এখানে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ১১ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিনি বাস সারভিস

রঘুনাথগঞ্জ হইতে বহরমপুর

ভায়া মোরগ্রাম

—ঃ ছাড়ার সময়-সূচী ঃ—

রঘুনাথগঞ্জ	বহরমপুর
সকাল— ৭-৪৫ মিঃ	সকাল—১০টা
বেলা—১২-০৫ মিঃ	বৈকাল—৪-৪৫ মিঃ

মুর্শিদাবাদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব টেকনোলজী

বন্‌জেটিয়া, পোঃ কাশিমবাজার রাজ,

জেলা মুর্শিদাবাদ

আমবাগানের ফলকর নিলাম ডাকের বিজ্ঞপ্তি

উপরোক্ত কলেজের আমবাগানের ফলকর ১৯৭৬ আগামী ১২/৪/৭৬ তারিখে বেলা চার ঘটিকায় কলেজ চত্বরে নিলাম ডাকে ১৯৭৬ সালের জন্য বন্দোবস্ত করা হইবে।

ডাকেচ্ছু ব্যক্তিদিগের জ্ঞাতার্থে জানান যাইতেছে যে নিলাম ডাকে যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ ডাক দিবেন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ডাকের টেবিলে তাঁহার ডাকের টাকার অর্দ্ধাংশ (৫০%) জমা দিতে হইবে এবং বক্রী অর্দ্ধাংশ (৫০%) ডাকের সাত দিনের মধ্যে কলেজের ক্যাশে জমা দিতে হইবে। ডাকের দিন হইতে ফলের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পূর্ণভাবে ডাককারীকে করিতে হইবে এবং ডাককারী কলেজের গাছের বা সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবেন না।

বহরমপুর
১/৪/৭৬

অধ্যক্ষ
মুর্শিদাবাদ ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেকনোলজী

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

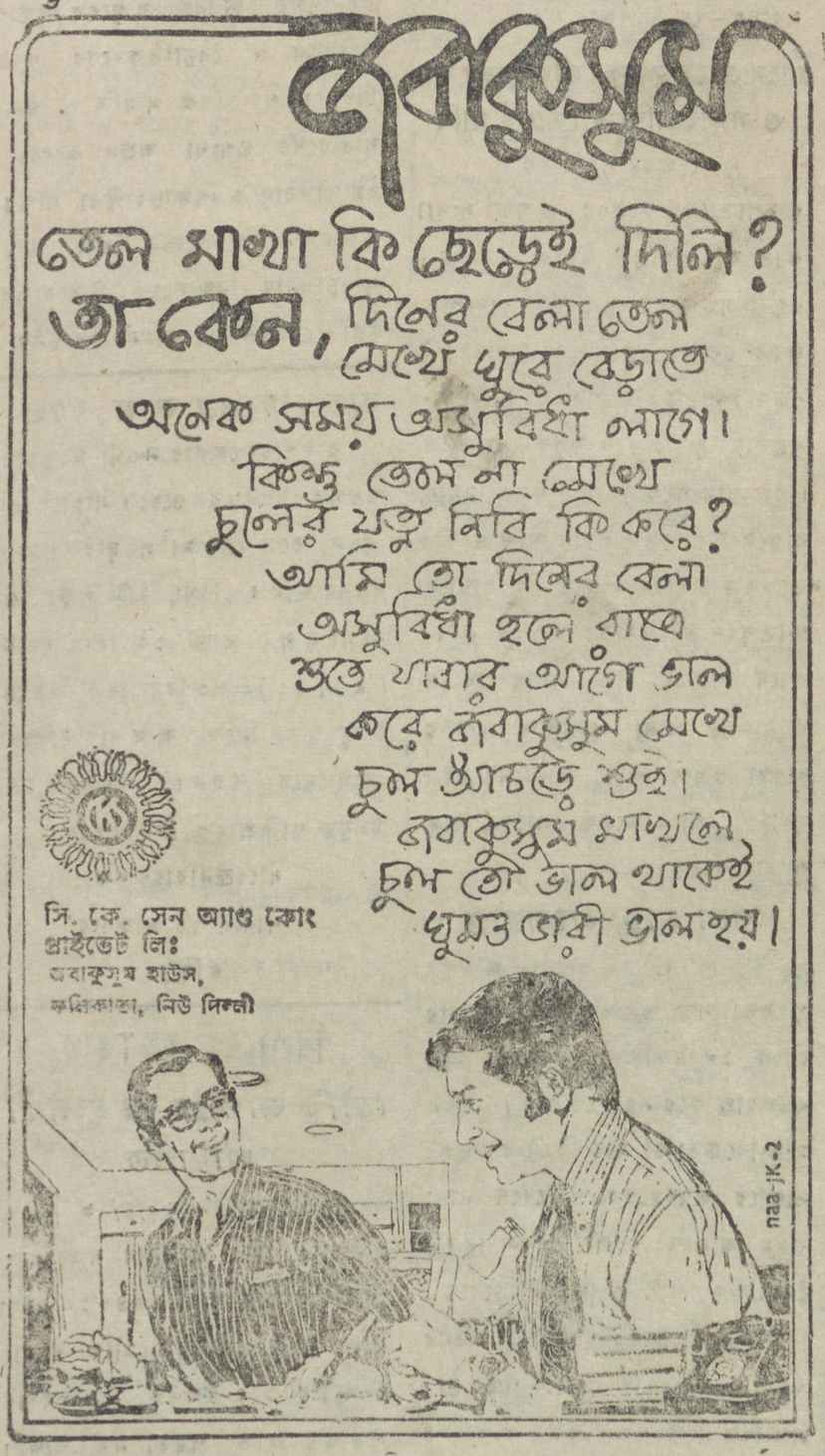

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।